সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

১.১ **দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** বাংলাদেশ বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি, মানব সম্পদ সৃজনে অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি এবং প্রতিকূল পরিবেশের সাথে অভিযোজন সক্ষমতা বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারাকে বিশ্ব পরিমন্ডলে অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। তবে, প্রবৃদ্ধির সুউচ্চ শিখরে আরোহণের প্রাক্কালে অর্থনীতির সহজাত কাঠামোগত পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মেই দেশের আয় বন্টনে কিছুটা বৈষম্য সৃষ্টি করে। এ সমস্যা সমাধানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই লক্ষ্যভিত্তিক পুনবণ্টনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির সুফল সার্বজনীনকরণে প্রচেষ্টা নিয়ে থাকে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এছাড়া, ক্ষমতায়নের দিক দিয়ে আমাদের দেশের নারীরা এখনো পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল ক্ষেত্রে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এখনও আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি নারীর স্বাভাবিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রমের একটি বড় অংশ সাফল্যের সাথে পরিচালনা করছে। সরকার মনে করে নারীদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই পরিবার ও সমাজ থেকে সব ধরনের বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব হবে।

১.২ **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার' বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১.৩ **Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট:** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দুস্থ মহিলা ভাতার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ নারীর সার্বিক উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে নারী ও শিশুদের আইনগত এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে।

২.০ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** ৮ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকলের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করে কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে মোকাবেলা করে এবং বিস্তৃত মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা বলয়কে উন্নয়নের জন্য (১) সামাজিক সহায়তা, (২) সামাজিক বীমা (৩) সামাজিক সুরক্ষা সিস্টেমের প্রশাসনিক সংস্কার এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে, সামাজিক সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা সিস্টেমের প্রশাসনিক সংস্কারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নারীকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, দুর্বল, প্রান্তিক এবং জনসংখ্যার বঞ্চিত অংশের জন্য পদক্ষেপ নেয়া;

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র ২০১৫ এ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশ

- জীবন-চক্র ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা
- নগর দরিদ্রদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি।

৩.০ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের সকল স্তরে নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে শিশু আইন ২০১৩, এতিমখানা এবং বিধবা সদন আইন ১৯৪৪, বিধবা ভাতা নীতিমালা, স্বামী নিগৃহীতা ও দুস্থ মহিলা ভাতা নীতিমালা, কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন ২০০৬, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১, দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ ১৯৬০, দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল আইন ও নীতিমালায় মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.০ **মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমতা নিশ্চিতকরণ। মধ্যমেয়াদে এ কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নারীদের জন্য (১) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ; (২) বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ; (৩) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিপালন, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান; (৪)প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান এবং (৫) কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিস্টিক শিশুদের আবাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে (১) বয়স্ক ভাতা (প্রায় অর্ধেক নারী); (২)বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা; (৩) প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকত্রীকরণের উদ্দেশ্যে (১) সামাজিক-প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন; (২)মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন (সেফ হোম) চালু করা হয়েছে।

৫.০ **মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	**নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**
সামাজিক সুরক্ষা	সমাজের অনগ্রসর ও বিপন্ন জনগোষ্ঠী, প্রবীণ, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি এবং হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা কার্যক্রমে শতভাগ নারী এবং অন্যান্য কার্যক্রমে প্রায় ৫০ ভাগ নারী সুবিধা পাচ্ছে, যা নারী উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখছে।
সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ কার্যক্রম বিশেষ অবদান রাখছে। এসব কার্যক্রমে প্রায় ৫০ ভাগ নারী সুবিধা পাচ্ছে যা নারী উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে।
সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু সুরক্ষা	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজের এ বিপন্নতম নারীর

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
	অধিকার সুরক্ষিত করা হচ্ছে।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আবাসন সুবিধা প্রদান, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অগ্রাধিকার থাকায় তা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করবে, যার ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

৬.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেট নারীর হিস্যা

৬.১ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান

ক্রম	মন্ত্রণালয়/অধিদফতর/সংস্থাসমূহ	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মহিলা (%)
০১.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	৮৮	৬৭	২১	২৪
০২.	সমাজসেবা অধিদফতর (সকল)	১০৮৫৩	৭৪২৩	৩৪৩০	৩২
০৩.	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১৮৮৭	১১৮২	৭০৫	৩৭
০৪.	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	২৩	১৭	৬	২৬
০৫.	নিউরো-ডেভেলপমেন্টার প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	৩৬	২৬	১০	২৮
০৬.	শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প)	১৫০	১২৫	২৫	১৭
০৭.	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট	৯০	৫২	৩৮	৪২
	মোট	**১৩১২৭**	**৮৮৯২**	**৪২৩৫**	৩২

৬.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ বিভাজনের শতকরা হার (২০২০-২১)

ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা	নারী সুবিধাভোগী (%)
১.	বয়স্ক ভাতা	৫৭,০১,০০০	২৭,৯৩,৪৯০	৪৯.০০
২.	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা	২৪,৭৫,০০০	২৪,৭৫,০০০	১০০.০০
৩.	প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	২০,০৮,০০০	৭,৪৯,০৪৬	৩৭.৩১
৪.	প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	১০০,০০০	৪১,০০০	৪১.০০
৫.	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	১,৯০,৯৫৩	৬৬,৮৩৩	৩৫.০০
৬.	হিজড়া, বেদে ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	৮০,০৪২	নারী-৪০,৭৬২ হিজড়া ৩,৮২৫	৫০.৯২

৬.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩			সংশোধিত ২০২১-২২			বাজেট ২০২১-২২			প্রকৃত ২০২০-২১		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৬৭৮০৬৪	২২৯৮১৬	৩৩.৮৯	৫৯৩৫০০	২০৩৭৫১	৩৪.৩৩	৬০৩৬৮১	১৯৮৫৮৭	৩২.৯	৪৬০১৬০	১৫১৩৭৪	৩২.৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	১০১৯৭.৯	৫০৪৯.৩৩	৪৯.৫১	৯০২০.৯৬	৪৪২৯.৩২	৪৯.১	৯১২৩.৬৭	৪৪৩১.২৩	৪৮.৫৭	৭৫৯৪.০৮	৩৫৮৪.৮১	৪৭.২১
উন্নয়ন বাজেট	৭৯৮.৮১	২৩৩.৪২	২৯.২২	৪৫২.৫৩	১৪৩.০৫	৩১.৬১	৫১৯.১২	১৬৪.৪	৩১.৬৭	৩০১.১১	১০৫.৯৯	৩৫.২
পরিচালন বাজেট	৯৩৯৯.১	৪৮১৫.৯১	৫১.২৪	৮৫৬৮.৪৩	৪২৮৬.২৭	৫০.০২	৮৬০৪.৫৫	৪২৬৬.৮৩	৪৯.৫৯	৭২৯২.৯৮	৩৪৭৮.৮২	৪৭.৭

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন

ক্রমিক নং	কর্মকৃতি নির্দেশক	পরিমাপের একক	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
					প্রকৃত
১.	বয়স্ক ভাতা'য় নারী সুবিধাভোগীর হার	%	৪৮.৬২	৪৯.০৬	৪৯.২১
২.	সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারী সুবিধাভোগীর হার	%	৬১.০০	৬১.২০	৬১.৪০

৮.০ বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলীর অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

৮.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলীর অগ্রগতি

ক্রমিক নং	বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলী	অগ্রগতি
১.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা চলমান রাখা	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনসচেনতা বৃদ্ধি'র লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে, এবং টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
২.	কোভিডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অতিদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষায়িত কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ;	কোভিডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অতিদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পটুয়াখালী জেলায় অসহায়, দুস্থ ও করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ বেকার যুব ও যুব মহিলাদের বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ।
৩.	শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রাখা;	শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে। এছাড়াও সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ও কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।
৪.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে এবং টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

ক্রমিক নং	বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলী	অগ্রগতি
		বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।
৫.	নারী উন্নয়নে গৃহীত চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহের ফলাফল বা প্রভাব মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও মানসম্মত পরিমাপক (indicator) চূড়ান্তকরণ	নারী উন্নয়নে গৃহীত চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহের ফলাফল বা প্রভাব মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও মানসম্মত পরিমাপক)indicator) প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।
৬.	পিতৃমাতৃহীন ও সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের আওতা সম্প্রসারণ	নতুন সেফ হোম নির্মাণ ও কন্যা শিশুদের উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা শীর্ঘই অনুমোদন।
৭.	প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্হান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা।	বিদ্যমান সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীসহ সকল নারীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৮.১ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫৭.০১ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ২৪.৭৫ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাকে ভাতা এবং ২৩.৬৫ লক্ষ ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের মাধ্যমে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে চামড়ার জিনিসপত্র তৈরী, প্রিন্টিং, ফুল তৈরী, উল বুনন, পুতুল তৈরী, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ৮০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২৫,৬২২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে, যার মধ্যে ১০,৮৬৬ জন অর্থ্যাৎ শতকরা প্রায় ৪২.৪০ ভাগ নারী। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীরা ঘরে বসেই সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালনের পাশাপশি নিজ নিজ পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন।

৮.২ নারী উন্নয়নে গৃহীত কোন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ পর্যবেক্ষণ:

নারী উন্নয়নে ‘আমাদের বাড়ী: সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস স্থাপন, “করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন” দেশের ৫টি জেলার দুঃস্থ, বিধবা ও এতিম মহিলাদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, দুঃস্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এসকল প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার নারীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণসহ তাদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৮.৩ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর জীবন যাপনে সাফল্যগাঁথা (Success Story)

দীবা'র আলোকিত পুর্নজন্ম

সে সময় সূর্য্যেরগাঁও ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদ্যুৎহীন এক অজপাড়াগাঁ। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার ঐ অজপাড়াগাঁতেই ছিলো দীবা দাসের অভাবী সংসার। ৩ সন্তানের সংসারে অভাবে দিশেহারা দীবা দাস অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজে খুঁজে হয়রান। স্বামী বিরেন্দ্র কুমার দাসের স্বল্প আয়। সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে দীবা শুরু করেন মানুষের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ। ঠিক তখনই ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে হাওর এলাকার দারিদ্রপ্রবণ সূর্য্যেরগাঁও গ্রামটি 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' কর্মসূচির বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত হয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয় পরিবার জরিপে। পরিবারগুলো বিভাজন করা হয় অতিদরিদ্র (ক শ্রেণি), দরিদ্র (খ শ্রেণি) আর মধ্যম আয়ের (গ শ্রেণি) পরিবার হিসেবে। অতিদরিদ্র পরিবারের মা'দের নিয়ে তৈরী করা হয় 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' প্রকল্প কর্মদল। অতি দরিদ্র মা দীবা দাস ২০ জনের মাতৃকেন্দ্র দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রচন্ড আগ্রহ আর ইচ্ছাশক্তি নিয়ে শুরু হয় ভাগ্য বদলের সংগ্রামে একাকী সেনানী অতিদরিদ্র দিবা'র যুদ্ধ। আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয়ী মনোভাবী হওয়ায় প্রথম বারের মতো পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচির আওতায় দীবা দাস হাঁস-মুরগী পালন স্কীমে ৫০০০ টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পান ২০০৪ সালের জুলাই মাসে। দীবা দাসের ভাষায় – "আমার হাঁস মুরগী পালনের ভাগ্য। এই হাঁস মুরগীর ব্যবসা করে আমি ভাগ্য বদলে ফেলেছি! এখন আমার দুটো মেয়েকে পড়াচ্ছি, একমাত্র ছেলেটাও কলেজে পড়ছে। যেন পুর্নজন্ম হয়েছে আমার।"

এখন আর দারিদ্রতার অন্ধকার নির্ঘুম রাত কাটাকে হয় না দীবা দাসের। নিজে স্বাবলম্বী হয়ে থেমে নেই দীবা। সূর্য্যেরগাঁও এ তার মতো অসহায় নারীদের প্রশিক্ষক হিসেবে সর্বদা পাশে আছেন। প্রায় ১৫-২০ জন নারীকে দারিদ্র্যের খাদের কিনারা থেকে তুলে এনে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের প্রবর্তক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন নারীরা সংগঠিত হবে, দারিদ্র বিমোচন হবে, পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে নারীরা মাথা উঁচু করে সচেতনতার মাধ্যমে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে। সূর্য্যের গাঁও গ্রামের নারীরাও এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সফল উদ্যোক্তা। পল্লী মাতৃকেন্দ্রকে সুসংগঠিত করতে দীবা দাস পরবর্তীতে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের নারীদেরকে নিয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক করেই চলেছেন। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ধারণাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দীবা দাস একজন দুরন্ত সৈনিক।

৯.০ **নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ:** এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে ৩৮.৫১ শতাংশ নারী প্রতিবন্ধী। এছাড়া, বর্তমানে ভাতা ও উপবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৩৭.৪৮ শতাংশ নারী। সে প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিবন্ধীর হার কেন তুলনামূলকভাবে কম সে বিষয়ে যাচাই করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, নারীর গড় আয়ু বেশি হলেও ৫৭.০১ লক্ষ বয়স্কভাতা ভাতাভোগীর মধ্যেও নারী ভাতাভোগীর হার ৪৯ শতাংশ। এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

১০.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা চলমান রাখা;
- কোভিডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অতিদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষায়িত কর্মসূচি বা প্রকল্পের সম্প্রসারণ;

- শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রাখা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি;
- নারী উন্নয়নে গৃহীত চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহের ফলাফল বা প্রভাব মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও মানসম্মত পরিমাপক (indicator) চূড়ান্তকরণ;
- পিতৃমাতৃহীন ও সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের আওতা সম্প্রসারণ;
- প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি;
- প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কেন কম তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি গবেষণা করে তার ফলাফল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;